"উগ্র হিন্দু-ইসকন সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড" যা এখনো বিচারহীন!!!

-আবু উসামা (হাফিজাহুল্লাহ)

১। ভোলা, বোরহানউদ্দিন (২০ অক্টোবর ২০১৯) — রাসূল (ﷺ) এর অবমাননার প্রতিবাদে মুসলিমরা রাস্তায় নেমেছিল সেদিন। কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করে পুলিশ মুসলিমদের গুলি করে হত্যা করে। শহীদ হলো নবীপ্রেমিক জনতা। প্রশ্ন—কে আসল উস্কানিদাতা? রাসূল অবমাননাকারী, না প্রতিবাদী মুসলিম জনতা?

২। রমজান, ২০১৪ — তারাবীর সালাতের সময় রথযাত্রার নাম করে মসজিদে হামলা হলো। মুসলিমরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা নয়, মুসলিমদের ইবাদতের পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার পরও বরং হিন্দুত্ববাদীদের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' রক্ষা করতে রাষ্ট্র তৎপর হলো।

৩। সিলেট, কাজলশাহ (২০১৬) — জুমুআর সময় লাউড স্পিকারে গান চালিয়ে নামাজে ব্যাঘাত ঘটানো হলো। মুসল্লিরা প্রতিবাদ করলে মন্দির থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা হলো। পুলিশ মুসল্লিদের উপর টিয়ারশেল ছুঁড়লো। পরবর্তীতে খতিব-ইমামদের হত্যা করা হলো সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

৪। রংপুর (২০১৭) — টিটু রায় নবী অবমাননা করল। মুসলিমরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাল। দিল্লির বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বাংলার জমিনে দাঁড়িয়ে মুসলিম নিধনের হুমকি দিল প্রকাশ্যে। রাষ্ট্র তখন নীরব দর্শক!

৫। নাসিরনগর (২৯ অক্টোবর ২০১৬) — রসরাজ দাস ফেসবুকে কাবাঘরের সাথে শিবের ছবি জুড়ে দিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো। মিডিয়া দোষ চাপালো মুসলিমদের উপর। পুলিশের নির্মম আগ্রাসনের শিকার হলো প্রতিবাদরত মুসলিমরা।

৬। প্রিয়া সাহার ভন্ডামি (২০১৯) — নিজেই ঘরে আগুন দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে কান্নাকাটি করল—"৩৭ মিলিয়ন সংখ্যালঘু নিখোঁজ!" পরে প্রতিবেশীরা মিডিয়ায় জানাল সত্য— নাটকের পরিচালক প্রিয়া সাহা নিজেই। অথচ পশ্চিমা বিশ্বে এই মিথ্যা প্রচারণাই রূপ নিল "মুসলিম নিপীড়ন" আখ্যানে।

৭। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন (১২ মে ২০১৯) — দাড়ি রাখা, টাখনুর উপর কাপড় পড়াকে 'জঙ্গিবাদের সূচক' বানিয়ে প্রথম সারির পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো হলো। মুসলিমদের ঈমানি চিহ্নকেই অপরাধ আখ্যা দেয়া হলো। প্রতিবাদে মুসলিম সমাজ ফেটে পড়ল। অথচ পরে বিজ্ঞাপনদাতা দায় এড়িয়ে যায়।

৮। ইসকনের প্রসাদ ষড়যন্ত্র (জুলাই ২০১৯) — চট্টগ্রামের ৩০টি স্কুলে কোমলমতি শিশুদের দিয়ে "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র পড়িয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হলো। মুসলিম শিক্ষার্থীদের ধর্মবিশ্বাসকে পদদলিত করা হলো। এ ঘটনায় মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ হলেও রাষ্ট্র তা আড়াল করে।

৯। ফরিদপুর, এপ্রিল ২০২৪ — লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে উগ্র হিন্দুরা নিজেদের মন্দিরে আগুন দিয়ে দুই মুসলিম নির্মাণ শ্রমিক আশরাফুল ও আসাদুলকে দায়ী সাব্যস্ত করে হত্যা করলো। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের রক্তকে পুঁজি করে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

১০। ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ — লালদীঘি ময়দানে সনাতনী জাগরণ মঞ্চের সমাবেশের দিন চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেট চত্বরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার উপর ইসকনের গেরুয়া রঙের পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

১১। চিন্ময় দাস গ্রেফতার (২৫ নভেম্বর ২০২৪) — রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের পর আদালতে হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ইসকনের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা পুলিশ-সামরিক বাহিনীর গাড়ি ভাঙচুর, সাংবাদিকদের গাড়ি ধ্বংস, আদালত প্রাঙ্গণের মসজিদ ভাঙচুর। এমনকি সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে হত্যা। অথচ, ভারতীয় মিডিয়া উল্টো প্রচারণা চালাল। রয়টার্স, ভয়েস অব আমেরিকার মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়াও আলিফকে "চিন্ময়ের আইনজীবী" বানিয়ে সংবাদ ছাপালো।

১২। আলিফ হত্যায় জড়িত বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র শুভ কান্তি দাশ একজন সক্রিয় ইসকন কর্মী। চিন্ময় দাসের জামিন না দেওয়ার প্রতিবাদে আদালত প্রাঙ্গণে আবারও ভাঙচুর চালায় ইসকন সমর্থকেরা।

১৩। আবরার ফাহাদ হত্যা (২০১৯) — ইসকনের সদস্য বুয়েট ছাত্রলীগ নেতা অমিত সাহা ছিল আবরার ফাহাদের হত্যার অন্যতম নেপথ্য কারিগর। অর্থাৎ মুসলিমবিদ্বেষ এখন হিন্দুত্ববাদী ছাত্র রাজনীতির রগে রগে ছড়িয়ে গেছে।

১৪। হাজারী গলির ঘটনা (৫ নভেম্বর ২০২৪) — "ইসকন বিরোধী পোস্ট" দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা চালানো হয়। যৌথবাহিনী তাকে উদ্ধার করতে গেলে ইসকন সমর্থকেরা এসিড নিক্ষেপ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর।

১৫। আরএসএস পতাকা ব্যবহার — বাংলাদেশে সনাতনী জাগরণ মঞ্চ সহ অন্যান্য সংগঠনের ছদ্মাবরণে ইসকন সরাসরি আরএসএসের পতাকা ব্যবহার শুরু করেছে নিজেদের বিভিন্ন গণজমায়েত গুলোতে, পুজোৎসবে, ব্যবহৃত হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী "জয় শ্রী রাম" স্লোগান।

১৬। চট্টগ্রাম আদালত, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ — "একটা একটা মোল্লা ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর।" চট্টগ্রাম কোর্ট পাড়ায় এই স্লোগান দেওয়া হলো প্রকাশ্যে। অথচ রাষ্ট্র তা দেখেও চুপ করে থাকলো।

১৭। উগ্র হিন্দুরা প্রকাশ্যে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় আর ভারতীয় সামরিক আগ্রাসনের সপক্ষে মুসলিম গণহত্যার ডাক দিচ্ছে অনলাইনে।

১৮। মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম হননের এজেন্ডা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে "ভাগওয়া লাভ জিহাদ"। অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে সম্ভ্রম হারানো শত শত মুসলিম মা-বোনদের নগ্ন চিত্র। পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে ভারত পাঠানো হচ্ছে বাংলার সরলমনা মুসলিম মা-বোনদের।

১৯। প্রতি বছর প্রতিমা ভাঙচুরের নাটক সাজানো হয়। মিডিয়ায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের কান্না শুরু হয়। পরে চিরুনি অভিযানে ধরা পড়ে— সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দায় মুসলিমদের ঘাড়ে চাপাতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজেরাই প্রতিমা ভেঙেছে।

২০। প্রতিটি পূজায় ত্রিশূল, রামদা দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র হাতে মহড়া দেয় হিন্দুরা, ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ যেন পূজা নয়, প্রকাশ্য সামরিক প্রস্তুতির মহড়া।

"উগ্র ইসকন হঠাও, উম্মাহকে বাঁচাও।" –জনসচেতনতায় প্রচার করুন।